FEB. 1 8 2001

দৈনিক ইনকিলাব

শিক্ষক-কর্মচারীদের ঈদের আগে বেতনের সরকারী অংশের টাকা পাওয়া এখনো অনিশ্চিত

মোঃ আবদুর রহিম ॥ আসন্ন ঈদুল আযহা উপলক্ষে বেসরকারী স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসার শিক্ষক-কর্মচারীদের ফেব্রুয়ারী মাসের বেতনের সরকারী অংশের টাকা পাওয়ার বিষয়টি এখনও অনিশ্চিত। সরকার গত বৃহস্পতিবার বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীদের ফেব্রুয়ারী মাসের বেতনের সরকারী অংশের প্রাপ্য টাকা ছাড় করে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক-এর বরাবরে চেক ইস্যুর আদেশ দিলেও বেসরকারী শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতনের সরকারী অংশের টাকা পাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত হয়নি।

সরকার বেসরকারী শিক্ষকদের বেতনের সরকারী অংশের টাকা ছাড় করলেও শিক্ষা

শেষের পৃঃ ৪-এর কঃ দেখুন

সরকারী অংশের টাকা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

অধিদফতর ৪টি ব্যাংকে-এর অনুকূলে চেক প্রদান করবে। চেক ইস্যুর পর সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে টাকা জমা হলে পরে ব্যাংকসমূহ এলাকাভিত্তিক শাখা ব্যাংক-এর মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে বিল জমা দিতে বলবে। ব্যাংকসমূহের পক্ষ থেকে এ আহবান আগামী ১ সপ্তাহের মধ্যে পৌছবে কিনা তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে। অতীতেও এ ধরনের পদক্ষেপের পরও ব্যাংকসমূহ ঈদের পূর্বে শিক্ষক-কর্মচারীদেরকে বেতনের টাকা দিতে ব্যর্থ হয়েছে। অভিযোগ রয়েছে এ বিপুল অংকের টাকা ব্যাংক কিছুদিন (২৫/৩০) ধরে রাখার কারণেই শিক্ষক-কর্মচারীরা টাকা পান না। এবার এর ব্যতিক্রম হবে এমন ভাবার কোন অবকাশ নেই। সরকার ব্যাংকসমূহকে জরুরীভাবে শিক্ষক-কর্মচারীদের টাকা দেয়ার নির্দেশ না দিলে শিক্ষক-কর্মচারীরা ফেব্রুয়ারী মাসের বেতন পাবেন না। কারণ টাকা জমা হতে বিলম্ব, প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ, প্রতিষ্ঠানসমূহের বিল প্রাপ্তিতে বিলম্ব, উদ্ভূত রাজনৈতিক অবস্থা ইত্যাদির দোহাই দিয়ে ব্যাংকসমূহ পূর্বের ন্যায় এবারও ঈদের পরই টাকা প্রদানের ব্যবস্থা নেবে অথবা আংশিক টাকা দেয়ার মধ্যে ঈদ উপলক্ষে ব্যাংক বন্ধ হয়ে যাবে।

এমতাবস্থায় বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষক-কর্মচারীদের নিকট ফেব্রুয়ারী মাসের বেতনের সরকারী অংশের টাকা আসন্ন ঈদের পূর্বে পৌছাতে হলে ব্যাংকসমূহকে বিশেষ জরুরী নির্দেশ দিতে হবে।

উল্লেখ্য, সরকার বেসরকারী স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসার শিক্ষক-কর্মচারীদের ফেব্রুয়ারী মাসের বেতনের সরকারী অংশের টাকা ছাড় করার আদেশ জারি করেছে। এ আদেশবলে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের ৪টি ব্যাংকের অনুকূলে মোট ১০৪ কোটি ৬০ লাখ ৫৫ হাজার ৮৮৩ টাকা ৮৪ পয়সার চেক ইস্যু করবে। জনতা ব্যাংক প্রধান কার্যালয়, অগ্রণী ব্যাংক প্রধান কার্যালয়, রূপালী ব্যাংক প্রধান কার্যালয় এবং সোনালী ব্যাংক প্রধান কার্যালয়ের বরাবরে উক্ত টাকা প্রেরণের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। ব্যাংকওয়ারী টাকার পরিমাণ হচ্ছে– জনতা ব্যাংক ১৯ কোটি ৮৯ লাখ ১৯ হাজার ৯৪ টাকা ৯৪ পয়সা। অগ্রণী ব্যাংক ২৪ কোটি ৩২ লাখ ৬৭ হাজার ৬৮৮ টাকা ৮০ পয়সা, রূপালী ব্যাংক ১৮ কোটি ৭৯ লাখ ৬৬ হাজার ৮৪০ টাকা ৩০ পয়সা, সোনালী ব্যাংক প্রধান কার্যালয় ঢাকা ৪১ কোটি ৫৯ লাখ ২ হাজার ২৫৯ টাকা ৮০ পয়সা এবং রূপালী ব্যাংক প্রধান কার্যালয় ঢাকা ১৮ কোটি ৭৯ লাখ ৬৬ হাজার ৮৪০ টাকা ৩০ পয়সা।

উল্লিখিত টাকা চলতি অর্থবছরের অনুন্নয়ন বাজেটের মঞ্জুরি নং-১৬ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের বেসরকারী শিক্ষকদের বেতন সহায়তা উপখাতের বরাদ্দ হতে মেটানো হবে। মঞ্জুরিকৃত টাকা মহাপরিচালক মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতর উপরোল্লিখিত ৪টি ব্যাংকের অনুকূলে চেক ইস্যু করবে।